66605 - মুয়াজ্জিন কি আগে ইফতার করবেন নাকি আগে আযান দিবেন?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: মুয়াজ্জিন কখন ইফতার করবেন? আযানের আগে; না পরে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সমস্তপ্রশংসা আল্লাহর জন্য।

রোযাদাররেইফতার করার ক্ষেত্রে বিধান হল- সূর্য অস্ত যেতে হবে এবং রাত শুরু হতে হবে।এর দলীল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)
2]] البقرة : 187

“আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত।” [২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭]

ইমাম তাবারী বলেছেন:আল্লাহর বাণী:

(قوله : (ثُمَّأَتِمُّواالصِّيَامَإِلَىاللَّيْلِ

“অতঃপর তোমরা রোযাপূর্ণ কর রাত পর্যন্ত”এখানে আল্লাহ তাআলা রোযার সময়-সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।রোযার শেষ সময় নির্ধারণ করেছেন- রাতের আগমন।অন্যদিকে ইফতার, খাদ্য-পানীয়, স্ত্রী-মিলনবৈধ হওয়ার শেষ সময় ও রোযা শুরু করার সময় নির্ধারণ করেছেন- দিনের আগমন ও রাতের শেষভাগেরপ্রস্থান। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাতের বেলায় কোন রোযা নেই।অপরদিকে রোযার দিনগুলোতে দিনের বেলায় পানাহার বা স্ত্রী-মিলন নেই।” সমাপ্ত[তাফসীরেতাবারী (৩/৫৩২)]

রোযাদাররে জন্যসুন্নতহলোঅবলিম্বইেফতারকরা। সাহ্ল ইবনসোদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থকেবের্ণতিরাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়াসাল্লাম বলছেনে:

(لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر) رواه البخاري (1856) ومسلم (1098)

"মানুষততদনিপর্যন্তকল্যাণথোকবযেতদনিতারাঅবলিম্বে ইফতারকরবে।"[হাদসিটি বর্ণনাকরছেনেইমাম বুখারী (১৮৫৬) ওইমাম মুসলমি (১০৯৮)]

ইবনআোব্দুলবাররাহমিাহুল্লাহ বলনে:

"সুন্নত হলো-অবলিম্বইেফতার করা এবংবলিম্বসেহেরি খাওয়া। অবলিম্বে মানে- সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে নশ্চিতি হয়ে অবলিম্বে ইফতার করা। সূর্য অস্ত গয়িছে কি; যায়নি- এ ব্যাপারে সন্দহিানথকেে ইফতার করা জায়যেনয়। কারণ "নশ্চিতি জ্ঞানরে ভত্তিিতে যে ফরজ আমল অনবার্য হয়ছে, সে ফরজ আমল শষেও করতে হবে নশ্চিতি জ্ঞানরে ভত্তিিতে।" সমাপ্ত[আত-তামহীদ (২১/৯৭, ৯৮)]

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

"সূর্য অস্ত যাওয়া নশ্চিতি হয়অেবলিম্বে ইফতারকরার ব্যাপারে এই হাদসিে উদ্বুদ্ধ করা হয়ছে। হাদসিরে মর্মার্থ হলো- এই উম্মতরেঅবস্থা ততদনি পর্যন্ত সুশৃঙ্খল থাকবে এবং তারা কল্যাণথোকবে যতদনি তারা এই সুন্নতপালন করে যাবে।"সমাপ্ত [শরহু মুসলমি (৭/২০৮)]

মুয়াজ্জনিরে প্রসঙ্গ: যদি লোকেরো ইফতার করার জন্য মুয়াজ্জনিরে আযানরে অপক্ষোয় থাকে তাহলে মুয়াজ্জনিরে উচতি অবলিম্বে আযান দয়ো। কারণ মুয়াজ্জনি বলিম্বে আযান দলিে লোকেরোও বলিম্বে ইফতার করবে এবং এতে করে সুন্নত লঙ্ঘতি হবে। আর যদি মুয়াজ্জনি সামান্য কছিু মুখে দয়িে (যমেন এক ঢোক পানি) আযান দনে যাতে আযানে বলিম্বে না হয় তাতে কোন দোষ নইে।

আর যদি মানুষ ইফতার করার জন্য মুয়াজ্জনিরে আযানরে অপক্ষোয় না থাকে যমেন কোন এক ব্যক্তি নজিরে নামাযরে জন্য আযান দলি (উদাহরণতঃ মরুভূমতিে একা হতে পারে) অথবা এমন একদল মানুষরে জন্য আযান দলি যারা সবাই কাছাকাছি উপস্থতি আছে (উদাহরণতঃ মুসাফরি কাফলো) সে ক্ষত্রেে আযানরে আগে ইফতার করে নতিে কোন আপত্তি নইে। কনেনা আযান না দলিওে তার সঙ্গরিা সবাই তার সাথে ইফতার করে নবিে; কউে তার আযানরে অপক্ষোয় থাকবে না।

আল্লাহই সবচয়ে ভাল জাননে।